তারিখ 14 APR 2017
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ২

যুগান্তর

প্রস্তাবিত এমপিও নীতিমালা

স্কুল কলেজ মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের চিন্তাভাবনা

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। প্রস্তাবিত 'এমপিও এবং জনবল কাঠামো' নির্দেশিকায় এ বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে। আর এটি চূড়ান্ত হলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় নতুন করে লক্ষাধিক শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরির সংস্থান হবে।

বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ড. অরুণা বিশ্বাস। মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব রুহী রহমানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন অধিদফতরের মহাপরিচালক ও পরিচালক, শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ অন্যরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

> শিক্ষক-কর্মচারী হিসেবে লক্ষাধিক লোকের চাকরি হবে

জানতে চাইলে রুহী রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'নীতিমালায় দুটি অংশ রয়েছে। এর মধ্যে জনবল নিয়োগ সংক্রান্ত দিক পর্যালোচনা শেষ হয়েছে। নীতি সংক্রান্ত দিক নিয়ে আমরা আরেক দিন বসব। বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগের দিকটি অগ্রাধিকারে রেখে নীতিমালা হচ্ছে।'

বৈঠক সূত্র জানায়, শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি, বিদ্যমান লাখ লাখ শিক্ষক-কর্মচারীর এমপিও বা বেতন-ভাতাসহ প্রাসঙ্গিক আর্থিক সুবিধার বিভিন্ন দিকে বড় ধরনের পরিবর্তনের নির্দেশনা রয়েছে। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলে বর্তমানে বাংলা, ইংরেজি ও সামাজিকবিজ্ঞান বিষয়ের জন্য ১ জন করে শিক্ষক নিয়োগ করা যায়। কিন্তু নতুন প্রস্তাবনায় এ তিন বিষয়ের জন্য তিন জন শিক্ষক নিয়োগের কথা রয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুলে বাংলা, ইংরেজি, সামাজিকবিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষার জন্য ৩ জন শিক্ষক পাওয়া যায়। এখানে আরও ১ জন বাড়ানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে বাড়তি এ শিক্ষকটি হবেন ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ের। গণিতের জন্য আলাদা শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব আছে এতে। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে প্রথমবারের মতো শারীরিক শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং চারু ও কারুকলা বিষয় প্রবর্তন করা হয়েছে। এগুলোর মধ্যে এর আগে শরীরচর্চা শিক্ষক যারা ছিলেন তারা শারীরিক শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে গণ্য হবেন। বাকি দুই বিষয়ের শিক্ষক নেই। এসব বিষয়ে শিক্ষক দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

স্কুল ও মাদ্রাসায় কৃষি এবং গার্হস্থ্য আলাদা বিশেষায়িত বিষয়। কিন্তু তা একই শিক্ষককে পড়াতে হচ্ছে। নতুন নীতিমালায় গার্হস্থ্য বিষয়ের জন্য আলাদা শিক্ষকের প্রস্তাব আছে। মাদ্রাসায় দাখিলে যেখানে এর আগে কম্পিউটার শিক্ষার শিক্ষক নেই, সেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের জন্য শিক্ষক দেয়ার প্রস্তাব রয়েছে।

বর্তমানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল এবং দাখিল ও আলিম পর্যায়ের মাদ্রাসায় বিজ্ঞানের শিক্ষক ছিলেন ১ জন। তিনিই পদার্থ, রসায়ন, জীববিদ্যা ও উচ্চতর গণিত পড়াতেন। নতুন প্রস্তাবনায় ভৌতবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে।

নীতিমালায় মোট ১১ ধরনের মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং ডিগ্রি পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন হলে সারা দেশে ২৬ হাজার ৯০টি এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে আরও ১ লাখ ২ হাজার ৬৭৪ জন শিক্ষক-কর্মচারীর নতুন পদ সৃষ্টি হবে। তবে এতে অনার্স-মাস্টার্স কলেজ, অনার্স ও কামিল মাদ্রাসা, সংগীত কলেজ, শরীরচর্চা কলেজ, চারুকলা কলেজ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ ও নৈশকালীন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ মোট ৯ ধরনের প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। উল্লেখ্য, 'এমপিও প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা' শীর্ষক এ নীতিমালা ১৯৯৫ সালে প্রণীত হয়। ২০১০ ও ২০১৩ সালে এটি দু'দফায় সংশোধিত হয়েছে।